E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
Impact Factor (RJIF): 7.28
www.allstudyjournal.com
IJAAS 2025; 7(11): 01-07
Received: 02-08-2025
Accepted: 06-09-2025

Mousumi Biswas
Vill- Salua Gatepar,
P. O- Churni Raghunathpur
P. S- Dhantala, Nadia,
West Bengal, India

Corresponding Author:
Mousumi Biswas
Vill- Salua Gatepar,
P. O- Churni Raghunathpur
P. S- Dhantala, Nadia,
West Bengal, India

‘রঘুবংশম্’ মহাকাব্যের প্রকৃতি চেতনা (প্রথম সর্গ)

Mousumi Biswas

DOI: https://www.doi.org/10.33545/27068919.2025.v7.i11a.1734

ভূমিকা

পরি- ‘বিশ্’ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় করে পরিবেশ শব্দটি নিষ্পন্ন। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো ‘বেষ্টন' বা ‘পরিবৃতি’। আবার পর্যবরণ শব্দটি পরিবেশ শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ। পরি- আ - বৃত্+ অন্ (ঢাকা বা আচ্ছাদিত)প্রত্যয় করে পর্যবরণ শব্দটি নিষ্পন্ন। যার অর্থ হল যা চারিদিক থেকে ঢেকে বা আচ্ছাদিত করে রাখে তাই পরিবেশ।

পরিবেশ শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ ‘Environment' শব্দটি ফরাসি শব্দ ‘Environner 'থেকে এসেছে। ‘Environner ’শব্দের অর্থ ঘিরে থাকা বা বেষ্টন করা যা কোন বস্তু বা অঞ্চলের চারপাশের সবকিছুকে বোঝায় । উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার দরকার হয় তাকে পরিবেশ বলে। বিভিন্ন পরিবেশ বিজ্ঞানী ও আন্তর্জাতিক সংস্থা পরিবেশের নানা সংজ্ঞা দিয়েছেন যথা-

জীব বিজ্ঞানী ওডাম তাঁর ‘‘Fundamentals of Ecology' গ্রন্থে পরিবেশের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন যে- পারিপার্শ্বিক অবস্থার যে উপাদান, কারণ ও লক্ষণগুলি সামগ্রিকভাবে জীব ও জীব সম্প্রদায়ের কাজকর্ম ও উন্নয়নকে প্রভাবিত করে তাকে পরিবেশ বলে।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন পরিবেশ সম্বন্ধে বলেছেন-"The environment is everything that isn't me".

‘The concise Oxford Dictionary'- তে পরিবেশের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে পরিবেশ হল উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী বহিরঙ্গের অবস্থাগুলির সমষ্টি।

ঋগ্বেদে, সামবেদে, যজুর্বেদে , অথর্ববেদে পার্থিব পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর দেবতায়ন হয়েছে। ত্রয়ীতে ক্ষিতি- অপ্- তেজ -মরুত -ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতের গুরুত্ব উপলব্ধ হয়েছে । অথর্ববেদে উদ্ভিদ জীবনদায়ী ভেষজরূপে বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ। উপনিষদেও পঞ্চ-মহাভূতের গুরুত্ব স্বীকৃত আছে। অর্থাৎ সংস্কৃত সাহিত্যেও নানাভাবে নানা স্থানে পরিবেশের গুরুত্ব উল্লিখিত হয়েছে যথা-

- যস্যাং সমুদ্র উত সিন্ধুরাপো যস্যামণ্বং কৃষ্টয়ঃ সংবভুবুঃ।
  যস্যামিদং জিন্বতি প্রাণদেজৎসা তো ভূমিঃ পূর্বপেয়ে দধাতু।। (অথর্ববেদ, ভূমিসূক্ত-।৩।)
- মধুমতীরোষধীদ্যার্ব আপো মধুমন্নো ভবন্ত্বন্তরিক্ষম্।(ঋগ্বেদ ---৪/৫৭/৩)।
- অসিপত্রবনং যাতি বনচ্ছেদী পৃথ্বীরাজঃ যঃ।(বিষ্ণুপুরাণ--২/৬/২৩।) ।
- বনস্পর্পিং চ যঃ অন্যাদমাবস্যামবুদ্ধিমান্।
  অপি হ্যেকেন পত্রেণ লিপ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া।। (মহাভারত- অনু/১০৭/৫২)।

ইন্দ্রিয় দ্বারা জাগতিক , মহাজাগতিক চিন্তা, চেতনা , অনুভূতি , সৌন্দর্য ও শিল্পের লিখিত বা লেখকের বাস্তব জীবনের অনুভূতি হচ্ছে সাহিত্য। এটি ভাষা ও শৈলীর মাধ্যমে প্রকাশিত শিল্পকর্ম । সাহিত্যকে সমাজের দর্পণ বলা হয়, যা মানুষের জীবন, সমাজ এবং প্রকৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে।

সংস্কৃত সাহিত্য ভারতীয় সাহিত্যগুলির মধ্যে অন্যতম উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সংস্কৃত সাহিত্যকে ভারতীয় সাহিত্যের চাবিকাঠি বলা হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের সূচনা হয় বেদ রচনার মধ্য দিয়ে। পরবর্তীকালে লৌহ যুগীয় ভারতে রচিত সংস্কৃত মহাকাব্য ও ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের সুবর্ণ যুগ থেকে আদি মধ্যযুগ পর্যন্ত তা চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। বিংশ শতাব্দীতে যে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি, সেই বিজ্ঞানের অনেক মৌলিক ভাবনায় বিধৃত হয়েছে সংস্কৃত সাহিত্যে। সংস্কৃত সাহিত্যের দুটি স্তর- বৈদিক সংস্কৃত এবং লৌকিক সংস্কৃত ।

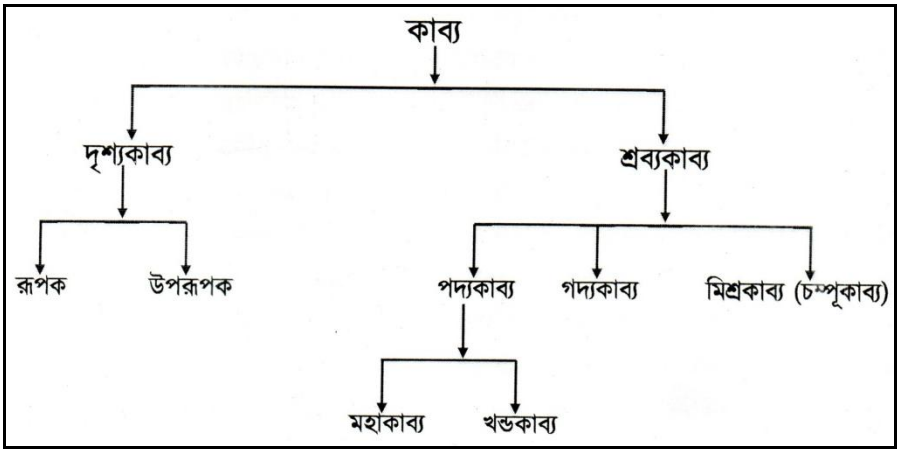

বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্ '- সংস্কৃত সাহিত্যে দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য ভেদে কাব্য দুই প্রকার। যে কাব্যের রসাস্বাদন পাঠ করে বা শুনে হয় তা শ্রব্য কাব্য । পদ্যকাব্য , গদ্যকাব্য ও মিশ্র বা চম্পুকাব্য ভেদে শ্রব্যকাব্য তিন প্রকার। ছন্দোবদ্ধ পংক্তি বা শ্লোকে রচিত পদ্যকাব্যের দুটি বিভাগের মধ্যে অন্যতম হলো -'মহাকাব্য '। আচার্য বিশ্বনাথ তার সাহিত্য দর্পণ গ্রন্থে মহাকাব্যের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলেছেন –

সর্গবন্ধো মহাকাব্যং তত্রৈকো নায়কঃ সুরঃ।
সদ্বংশঃ ক্ষত্রিযো বাপি ধীরোদাত্তগুণান্বিতঃ।।
একবংশভবা ভূপাঃ কুলজা বহবঃ অপি বা।
শৃঙ্গার-বীর-শান্তানামেকোহঙ্গী রস ইষ্যতে।।
অঙ্গানি সর্বে অপি রসাঃ সর্বে নাটকসন্ধয়ঃ।
ইতিহাসঃ উদ্ভবং বৃত্তমন্যদ্বা সজ্জনাশ্রয়ম্।।
চত্বারস্তস্য বর্গাঃ স্যুস্তেষ্বেকং চ ফলং ভবেত্।
আদৌ নমস্ক্রিযাশীর্বা বস্তুনির্দ্দেশ এব বা।।
ক্বচিন্নিন্দা খলাদীনাং সতাং চ গুণকীর্ত্তনম্।
একবৃত্তমযৈঃ পদ্যৈরবসানে অন্য বৃত্তকৈঃ। ।
নাতিস্বল্পা নাতিদীর্ঘাঃ সর্গাঃ অষ্টাধিকা ইহ।
নানাবৃত্তময়ঃ ক্বাপি সর্গঃ কশ্চন দৃশ্যতে।।
সর্গান্তে ভাবিসর্গস্য কথাযাং সূচনং ভবেত্।
সন্ধ্যা - সূর্যেন্দু রজনী প্রদোষধ্বান্তবাসরাঃ।।
প্রাতঃ মধ্যাহ্ন-মৃগযাশৈলর্ত্তুবনসাগরাঃ।
সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভৌ চ মুনিস্বর্গপুরাধ্বরাঃ।।
রণপ্রযানোপযমমণ্ত্রপুত্রোদযাদযঃ।
বর্ণনীযা যথাযোগং সাঙ্গোপাঙ্গা অমী ইহ।।
কবেবৃর্ত্তস্য বা নাম্না নাযকস্যেতরস্য বা।।
নামাস্য স্বর্গোপাদেযকথযা সর্গনাম তু।।

মহাকবি কালিদাসের কবি প্রতিভার অন্যতম নিদর্শন তার কালজয়ী মহাকাব্য 'রঘুবংশম্'। রঘুবংশম্ মহাকাব্যের কাহিনী রামায়ণ অনুসারী হলেও এখানে কবির নিজস্ব কল্পনার অনবদ্য প্রকাশ ঘটেছে। উনবিংশ সর্গে নিবন্ধ এই মহাকাব্যের প্রথম সর্গটি কাব্যিক সৌন্দর্যে অতুলনীয় । প্রথম সর্গটির মূল উপজীব্য বিষয় - অনপত্যতা নিবন্ধন দুর্দৈব প্রশমন এর জন্য সস্ত্রীক মহারাজ দিলিপের ঋষি বৈশিষ্ঠ্যের আশ্রমে অভিগমন। মহাকবি 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যের প্রথম সর্গে মানুষের সাথে প্রকৃতির যে আত্মিকনৈকট্যতা ফুটিয়ে তুলেছেন তা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে বিরল
শুধুমাত্র ''রঘুবংশম্'ই নয়, সংস্কৃত সাহিত্যে আরো অনেক রচনাতেও প্রকৃতি চেতনার কথা দৃষ্ট হয় যেমন --মহাকবি কালিদাস বিরচিত গীতিকাব্য --'মেঘদূতম্', ও 'ঋতুসংহারম্' । নাটকের মধ্যে অন্যতম 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'ও 'কুমারসম্ভবম্ মহাকাব্য । এছাড়া মাঘের -'শিশুপালবধ' ভারবির-'কিরাতার্জ্জুনিয়াম'ইত্যাদি।
মহাকবি কালিদাস প্রকৃতির কবি। মানুষের সাথে প্রকৃতির যে প্রগাঢ় বন্ধন তা মহাকবি রঘুবংশ মহাকাব্যের প্রথম সর্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। যথা- রাজ দম্পতির ঋষি বশিষ্ঠের আশ্রমে যাওয়ার সময় পথপার্শ্ববর্তী সীমাহীন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ঋষি বৈশিষ্ঠ্যের আশ্রমে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরঙ্গতা , পশুপ্রীতি, ইত্যাদি। তিনি প্রকৃতির অন্যতম ঘটনা বৃষ্টিচক্র তা অতীব নিপুণভাবে বর্ণিত করেছেন। এছাড়া রঘুরাজাদের বর্ণনার মধ্যে দিয়েও মহাকবি প্রকৃতির গুণ কীর্তন করেছেন। এখানে বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগিত হয়েছে।

মূল বক্তব্য

মহাকবি কালিদাস তার রঘুবংশম মহাকাব্যের প্রথম সর্গে প্রকৃতি চেতনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন
বিভিন্নভাবে যথা-

- পঞ্চমহাভূতের বর্ণনায় প্রকৃতি।
- রাজদম্পতির বশিষ্ঠাশ্রমে গমনকালে পথপার্শ্বস্থ প্রাকৃতিক দৃশ্য ।
- ঋষিমুনি বশিষ্ঠাশ্রমের পরিবেশ ।
- বৃষ্টি চক্রের দ্বারা পৃথিবীপৃষ্ঠের শস্য শ্যামলাময়ী রূপে পরিণতি।
- আলংকারিক বর্ণনায় প্রকৃতির মাহাত্ম্য কীর্তন।

পঞ্চমহাভূত

"তং বেধা বিদধে নূনং মহাভূতসমাধিনা।
তথাহি সর্বে তস্যাসন পরার্থৈকফলা গুণাঃ।। ২৯।।"

ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি , অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম)জগত্ ও জীবন সৃষ্টির মূলকারণ। বায়ু গতিক্রিয়াশীল, শূন্যস্বরূপ আকাশ, উত্তাপযুক্ত অগ্নি, তরলাকার জল এবং কঠিনরূপ পৃথিবী -এই পঞ্চভূতময় প্রাণীগণের শরীর এবং জগতের সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থই এই পঞ্চভূতের দ্বারা নির্মিত। মহাকবি কালিদাসের মতে মহারাজ দিলীপকে বিধাতা পঞ্চমহাভূত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন । এই ক্ষিত্যাদি পঞ্চমহাভূতের গুণ গন্ধ -রস -রূপ -স্পর্শ ও শব্দ। এই গুণসমূহ যেমন সর্বদা পরের প্রয়োজন সিদ্ধি করে, ঠিক তেমন রাজা দিলীপের মধ্যেও দয়া-দাক্ষিণ্যাদি যে সকল গুণের সমাবেশ ঘটেছিল সেগুলি বিধাতা দ্বারা সৃষ্ট এবং সর্বদা

প্রজাদের কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত । তাই মহাকবির মতে মহারাজ দিলীপকে বিধাতা যেন পঞ্চভূত নির্মাণের উপাদানের দ্বারায় সৃষ্ট করেছেন।
মহাকবি কালিদাস এই পঞ্চমহাভূতের উল্লেখ করেছেন তার বিখ্যাত নাটক 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' এ—

"যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রে
"যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণং যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।
যামাহুঃ সর্ব্ববীজপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণান্তে
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বন্তাভিরষ্টাভিরীশঃ।।১।।"

সংস্কৃত সাহিত্যে এই পঞ্চমহাভূতের মাহাত্ম্য বিভিন্ন গ্রন্থে দৃশ্য হয় যথা—

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতি মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্ত বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ।।৩।।"(সাংখ্যকারিকা)

রাজদম্পতির বশিষ্ঠাশ্রমে গমনকালে চিত্রিত প্রাকৃতিক দৃশ্য

আলোচ্য মহাকাব্যের প্রথম সর্গে মহাকবি অনপত্যতা নিবন্ধন দুর্দৈব প্রশমনের জন্য রাজদম্পতির বশিষ্ঠাশ্রমে গমন কালে যাত্রাপথের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রাকিতিক সৌন্দর্যকে অদ্ভুতভাবে চিত্রিত করেছেন–:

"সেব্যমানৌ সুখস্পর্শৈঃ শালনির্যাসগন্ধিভিঃ।
পুষ্পরেণুক্লিরৈর্বীতৈরাধূতবনরাজিভিঃ।।৩৮।।"

যাত্রাপথে শালনির্যাস ও পুষ্পরাগের গন্ধ বহনকারী মৃদুমন্দ বাতাস বইছিল। বাতাসে পথপার্শ্বস্থ বনরাজি ঈষৎ কম্পিত হচ্ছিল যা রাজদম্পতির পথশ্রম লাঘব করেছিল।

"সরসীষ্বরবিন্দানাং বীচিবিক্ষোভশীতলম্।
আমোদমুপজিঘ্রন্তৌ স্বনিশ্বাসানুকারিণম্।।৪৩।।"

আশ্রমে যাত্রাপথের বায়ু শুধুমাত্র শাল- নির্যাস ও পুষ্পরাগের গন্ধেই পরিপূর্ণ ছিলনা, তা ছিল পদ্মসুগন্ধে ভরপুর ও শীতল কারণ পথপার্শ্বে অবস্থিত ছিল সরবরসমূহ যেখানে ছিল সহস্র প্রস্ফুটিত পদ্মরাজি । এই পদ্মসুগন্ধিযুক্ত বায়ু রাজ দম্পতির মানসিক তৃপ্তি প্রদান করেছিল । পদ্মের সুভাষ উপভোগকালে রাজদম্পতি একে অপরের নিঃশ্বাসের অনুরূপ গন্ধও উপভোগ করতে করতে পথ অতিক্রান্ত করেছিলেন।
মহাকবি কালিদাস এখানে সুনিপুণভাবে বায়ুর আনুকূল্যের মাধ্যমে রাজদম্পতির অভিষ্টসিদ্ধির সূচক বর্ণনা করেছেন যথা–:

"পবনস্যানুকূলত্বাত্ প্রার্থনাসিদ্ধিশংসিনঃ।
রজোভিস্তুরগোৎকীর্ণৈরস্পৃষ্টালকবেষ্টনৌ।। ৪২।।"

যাত্রাপথে বায়ু অনুকূল দিকে প্রবাহিত হচ্ছিল।কারণ রথবহনে নিযুক্ত অশ্বের খুরোত্থিত ধূলিরাজি মহারাজ দিলীপের শিরস্ত্রাণ ও মহিষীর চূর্ণ কুন্তল স্পর্শ করতে পারেনি। বলা হয় গন্তব্যের অনুকূলে প্রবাহিত বায়ু মনোরথ সিদ্ধির সূচক। এছাড়া বায়ুর আনুকূল্যতা প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অন্যতম।

"মনঃ অভিরামঃ শৃণ্বন্তৌ রথনেমিস্বনোন্মুখৈঃ।
ষড়জসংবাদিনীঃ কেকা দ্বিধা ভিন্নাঃ শিখণ্ডিভিঃ।। ৩৯।।"

তৎকালীন সময়ে গ্রামে সচরাচর রথের চলাচল না থাকায় আশ্রম পথের ময়ূরেরা রথের শব্দে পরিচিত ছিল না। ফলে পথে রথের স্নিগ্ধগম্ভীর নির্ঘোষ শব্দকে মেঘ গর্জন ভ্রমে ময়ূর-ময়ূরীরা আনন্দমুখর হয়ে কেকারব করেছিল । যা তারা মেঘ গর্জনে বৃষ্টির আগমনের আনন্দে করে। কেকারব সপ্তস্বরগ্রামের প্রথম স্বর ষড়জস্বরের অনুরূপ। নাসা, কন্ঠ, বক্ষ , তালু, জিহ্বা এবং দন্ত এই ছয়টি স্থানকে স্পর্শ করে নির্গত হয় বলে এই স্বরের নাম ষড়জ। সংগীত শাস্ত্রে ময়ূরের রব থেকে এই স্বরের উৎপত্তি বলে উল্লেখিত হয়েছে। সে কারণেই ময়ূরের কেকাধ্বনিকে বলা হয় ষড়্জসংবাদিনী বা ষড়জস্বরের অনুরূপ। ষড়জস্বর সাধারণত দুই প্রকার শুদ্ধ এবং বিকৃত। ঠিক মহারাজ দিলীপকে দেখে ময়ূর ময়ূরীর কন্ঠ নিঃসৃত কেকারব ও ছিল ষড়জস্বরের অনুরূপ বিস্ময়ে সিদ্ধ ও ভয়ে দীপ্ত যা পরিবেশের মাধুর্য্য কে দ্বিগুণ বৃদ্ধি করেছিল। যা কবির অনবদ্য সৃষ্টি। মহাকবির দ্বারা সৃষ্ট অন্যতম গীতিকাব্য মেঘদূতেও মেঘের গমন পথে মেঘকে স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে অনুরূপ ময়ূরের কেকারবের উল্লেখ দৃষ্ট হয় যথা–:

"শ্যুক্লাপাঙ্গৈঃ সজলনয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ।
প্রত্যুদ্যাতঃ কথমপি ভবান্ গন্তুমাশু ব্যবস্থেতি।।২৩।।"
"শ্রেণীবন্ধাদ্ বিতন্বদ্ভিরস্তম্ভাং তোরণস্রজম্।
সারসৈঃ কলনির্হ্রাদৈঃ ক্বচিদুন্নমিতাননৌ।। ৪১।।"

অতিথি আপ্যায়ন মানুষের একটি অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ গুণ।তৎকালীন সময়ে নগরে সম্মানীয় অতিথির আগমনে তাঁর আপ্যায়নে প্রবেশদ্বারে মালাযুক্ত তোরণ নির্মাণের প্রথা ছিল। বশিষ্ঠাশ্রমে গমনকালে মহারাজ ও মহারানী কে আপ্যায়নে সারসেরা মহতি ভূমিকা পালন করেছিল । আকাশের বুকে মধুর কলনিনাদ করতে করতে মালার ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হয়ে সারসেরা তোরণ রচনা করেছিল যা ছিল স্তম্ভবিহীন। সারসের দ্বারা নির্মিত তোরণ আকাশপথকে অপরূপ শোভামণ্ডিত করেছিল।যা কবির অনবদ্য সৃষ্টি।

"পরস্পরাক্ষিসাদৃশ্যমদুরোজ্ঝিতবর্ত্মসু।
মৃগদ্বন্দ্বেষুপশ্যন্তৌস্যন্দনাবদ্ধদৃষ্টিষু।।৪০।।"

মহারাজ দিলীপ ও মহারানী সুদক্ষিণার গমনপথের অনতিদূরে কতগুলি হরিণ ও হরিণীর দল বিশ্বস্ত দৃষ্টিতে ভয়রোহিত হয়ে পরমনিশ্চিন্তে মহারাজ ও মহারানীর দিকে বিস্ময়ে দৃষ্টিনিবদ্ধ করেছিল। কবির ভাষায় হরিণ হরিণীর নেত্রসদৃশ ছিল দিলীপ ও সুদক্ষিণার নেত্র। তৎকালীন গ্রাম্য বনানী গুলিতে পশুহত্যা ছিল না , তারা পশু- সমূহকে অপত্যসম স্নেহ করত। যার ফলে মানুষ ও পশুদের মধ্যে স্নেহ ভালবাসা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মৃগো মিথুনদের এরূপ বিশ্বাস উৎপাদনের চিত্র বর্ণিত হয়েছে কালিদাসের বিখ্যাত নাটক ''অভিজ্ঞান -শকুন্তলম্'-এ

'বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগাঃ।'১৪।।

'কুমারসম্ভব'মহাকাব্যেও হরিণ ও মানুষের সখ্যতা ধরা পড়ে–'বিলোলদৃষ্টং হরিণাঙ্গনাসু।১৩।। '

এইভাবে পৃথিবীপতি দিলীপ ও মহারানী সুদক্ষিণা প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে এবং গমন পথপার্শ্বস্থিত বিচিত্র ধরনের বৃক্ষের নাম জানতে জানতে বহু পথ অতিক্রম করে কখন যে তারা অজ্ঞাতসারে আশ্রমে উপস্থিত হয়েছেন তা বুঝতে পারেননি। আলোচ্য মহাকাব্যের প্রথম সর্গে মহাকবি গমনপথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে অদ্ভুত লেখনীর দ্বারা ফুটিয়ে তুলেছেন।

ঋষি বশিষ্ঠের আশ্রম পরিবেশের বর্ণনা

স্বল্পপরিসরে মহাকবি 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যের প্রথম সর্গে মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমের এক অপূর্ব পরিবেশ চিত্র তুলে ধরেছেন।এখানে প্রকৃতির সাথে মানুষের অন্তরঙ্গতার নিবিড় চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে।যথা-

''মা ভূদাশ্রমপীড়েতি পরিমেয়পুরঃ সর্।। ৩৭।।"

অন্যান্য আশ্রমের মতো ঋষি বশিষ্ঠের আশ্রম ও ছিল শান্তরসাস্পদ। আশ্রমের শান্তি যাতে বিঘ্নিত না হয় তার জন্য রাজ দম্পতির যাত্রা ছিল বহু সংখ্যক সৈন্য, সামন্ত , পরিচালক ও আত্মীয়স্বজন পরি বর্জিত এর থেকে বোঝা যায় আশ্রম পরিবেশ ছিল নগর জীবনের কোলাহল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

"বনান্তরাদুপাবৃত্তৈঃ সমিৎকুশফলাহরৈঃ।
পূর্য্যমাণমদৃশ্যাগ্নি প্রত্যুদ্‌ঘাতৈস্তপস্বিভিঃ।।৪৯।।"

অন্য বন থেকে সমিৎ, কুশ, ফল প্রভৃতি আহরণ করে যখন তপস্বিরা আশ্রমে ফিরে আসে তখন তাদের যজ্ঞীয় অগ্নি প্রত্যুদগমন করে । তাদের এই প্রত্যুদগমন যজ্ঞীয়কাষ্ঠাদি রূপ ভোজ্য লাভের আশায় । এখানে তপস্বিরা পিতা ও যজ্ঞীয় অগ্নি পুত্র । দিবা অবসানের পর ক্লান্ত তপস্বীদের অগ্নি দ্বারা অভ্যর্থনা জানানোর মধ্যে দিয়ে আশ্রমের এক অনুপম সৌন্দর্য বর্ণিত হয়েছে যা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী।

"অভ্যুত্থিতাগ্নিপিশুনৈরতিথীনাশ্রমোন্মুখান্।
পূনানং পাবনোদ্‌ভূতৈধূমৈরাহুতিগন্ধিভিঃ।। ৫৩।।

শান্তরসাস্পদ আশ্রমের বায়ু আহুতির গন্ধে পরিপূর্ণ যা পবিত্র এবং দূষণহীন। চারিদিক হোমকুণ্ড থেকে উত্থিত ধূম দ্বারা ব্যাপৃত। যা পরিচয় দেয় যে আশ্রমে প্রতিদিন বৈদিক যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান হয়। যা আশ্রমবাসীদের নিত্য- নৈমিত্তিক কর্ম । আশ্রমে বাহিত বায়ু ও ধূম প্রত্যহ আগত অতিথিদের পবিত্র করে।
তদানুরূপ যজ্ঞাগ্নি ও ধোঁয়া শকুন্তলা কে পবিত্র করেছিল। তার সমস্ত পাপ দূরীভূত করেছিল, এই রূপ উল্লেখ আছে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকে–

"অপঘ্নন্তো দুরিতং হব্যগন্ধৈঃ।
বৈতানাস্ত্বাং বহ্নয়ঃ পাবয়ন্তু।। ৮"
আকীর্ণমৃষিপত্নীনামুটজদ্বেবাররোধিভিঃ
অপত্যৈরিব নীবারভাগধেয়োচিতৈমৃগৈঃ।। ৫০।।

আশ্রমে সন্ধ্যাসমাগত হলে নিবারধানের লোভে মৃগকূল আশ্রমের পর্ণশালার দ্বার রোধ করে দাঁড়ায়। এই মৃগকূল ছিল ঋষি পত্নীদের কাছে সন্তানতুল্য ও স্নেহের পাত্র। তারা প্রতিদিন ঋষিদের সংগৃহীত নিবার ধানের কিছু অংশ খেতে দিতেন। যার জন্য তারা সন্ধ্যা উপনীত হলে দ্বার রোধ করে দাঁড়াতো।এর থেকে বোঝা যায় বশিষ্ঠমুনির আশ্রম ছিল মৃগকূলের নিঃশঙ্ক , ভয়রোহিত বিচরণ ক্ষেত্র।
আশ্রমবাসীদের দ্বারা নিবার ধানের দ্বারা হরিণ হরিদের প্রতি পালনের কাহিনী বর্ণিত আছে'কুমারসম্ভাবম্'মহাকাব্যে-

"অরণ্যবীজাঙ্গলিদান ললিতা
স্তথা চ তস্যাং হরিণা বিশশ্বসুঃ।। ১৫।।"
"আতপাত্যয়সংক্ষিপ্তনীবারাসু নিষাদিভিঃ।
মৃগৈর্বতিতরোমন্থমুটজাঙ্গনভূমিষু।। ৫২।।"

সূর্যাস্তের পর আশ্রমবাসীদের দ্বারা রোদের মধ্যে মেলে রাখা নিবার ধান রোদ না থাকায় আশ্রমের পণ্যশালা চত্বরে রাশিকৃত করে রাখা ছিল। উত্তপ্ত রাশি কৃত ধানের চারপাশে শুয়ে আশ্রাম মৃগগুলি তত্ত্ব অনুভব করতে করতে মনের সুখে রোমান্থন বা চর্বিত চর্বন করছিল। তাদের এই কার্যে আশ্রমবাসীরা কেউ বাধা দেয়নি। অর্থাৎ তাদের তাড়িয়ে দেয়নি তাদের কোনরূপ কাজে আশ্রমবাসীদের তাদের অনুরোধ হস্তক্ষেপ দেখা যায় না আলোচ্য স্বর্গে।
অনুরূপ দৃশ্য দেখা যায় মহাকবি কালিদাসের রচিত "'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ ' নাটকে–'

ছায়াবদ্ধকদম্বকং মৃগ কুলং রোমন্থমভ্যস্যতু। ২/৬।। '
"সেকান্তে মুনিকন্যাভিস্তৎক্ষণোজ্ঝিতবৃক্ষকম্।
বিশ্বাসায় বিহঙ্গানামালবালাম্বুপায়িনাম।। ৫১।।"

আশ্রম পরিবেশ ছিল হিংসা দ্বেষ-রহিত এখানে মনুষ্য পশুপক্ষী ও বৃক্ষদের মধ্যে ছিল অন্তরঙ্গ মধুর সম্পর্ক মুনিকন্যারা অত্যন্ত স্নেহের সহিত আশ্রম বৃক্ষগুলিকে প্রতিদিন জলসেচন করতেন। এবং জলসেচনের পর আলবলে সঞ্চিত জল পানে আগত পক্ষীদের যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য তারা অবহিত পরেই দূরে সরে যেতেন আশ্রম কন্যাদের এরূপ অপত্যানুরূপ বৃক্ষপ্রীতি এবং পশুপক্ষীর মধ্যে বিশ্বাস উৎপাদনের প্রচেষ্টা সমগ্র পাঠকের যে শুধু আবেগান্বিত করে তা নয় তাদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা ভাব জাগিয়ে তোলে।
বৃক্ষকে অপত্য স্নেহে প্রতিপালনের অনুরোধ দৃশ্য দেখা যায় কুমারসম্ভবম্ ও অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ এও–:

"অতন্দ্রিতা সা স্বয়মেব বৃক্ষকান্
ঘটস্তনপ্রস্রবণৈ র্ব্যবর্ধয়ত্।
গুহঃ অপি যেষাং প্রথমাপ্তজন্মনাং
ন পুত্র বাৎসল্যমপাকরিষ্যতি।। ১৪।।" (কুমারসম্ভবম্, পঞ্চম সর্গ)
"পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্ ।।
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তম্।।৯।।"
(অভিজ্ঞান- শকুন্তলম্, চতুর্থ অঙ্ক) ।

বৃষ্টি চক্র
"প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীত্।
সহস্রগুণমুত্সৃষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ।। ১৮।।"

প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মধ্যে অনতম একটি ঘটনা বৃষ্টিপাত , যা পার্থিব জলের প্রধান উৎস।সূর্যের কিরণ দ্বারা পৃথিবীর সহস্র জলরাশি বাষ্পীভূত হয়ে মেঘ পরিণত হয়ে তা পুনরায় পৃথিবীর বুকে সহস্র লক্ষ্য বারিধারায় বর্ষিত হয়। এই বারিধারা বর্ষণে পৃথিবী শস্য-শ্যামলাময়ী হয়ে ওঠে। ঠিক তেমন মহারাজ দিলীপ প্রজাদের কাছ থেকে করগ্রহণ করে প্রজাদের কল্যাণার্থে। গৃহীত করের অর্থ তিনি নিজের বিলাসব্যাসন চরিতার্থ করতে ব্যবহার করেন না, পরন্ত প্রজাদেরই বিভিন্ন উন্নতি পরিকল্পনায় সদ্ব্যবহার করেন। মহারাজের করগ্রহণ পদ্ধতির বর্ণনাকে ফুটিয়ে তুলতে মহাকবি কালিদাস পদার্থববিজ্ঞানের তত্ত্ব বৃষ্টি-চক্রের উপস্থাপনা করেছেন। যা তার প্রকৃতি প্রীতিভাবের সাথে সাথে বৈজ্ঞানিক মনোস্কতার ও পরিচয় দেয়।
আলোচ্য কাব্যের প্রথম সর্গের অপর একটি শ্লোকেও মহাকবি প্রকৃতির অন্যতম উপাদান বৃষ্টির মাহাত্ম্য উপস্থাপন করেছেন যথা–:

"হবিরাবর্জিতং হোতস্তথা বিধিবদগ্নিষু।
বৃষ্টির্ভবতি শস্যানামবগ্রহবিশোষিণাম্।। ৬২।।"

ঋষি বশিষ্ঠের দ্বারা যজ্ঞাগ্নিতে প্রদত্ত ঘৃতাহুতির দ্বারা উত্থিত ধুমরাশি সূর্যমন্ডলে প্রবেশ করে মেঘে পরিণত হয়ে বর্ষণ ঘটায়। এভাবে অগ্নিতে প্রদত্ত বশিষ্ঠের ঘৃতাহুতি বৃষ্টিতে পরিণত হয়ে শস্যকে জীবন দান করে এবং ধরিত্রী শ্যামলাময়ী হয়ে ওঠে ।প্রজারা সেই অন্নে প্রতিপালিত হয়।এই কারণে মহারাজ রঘুর রাজত্বে অনাবৃষ্টি দেখা যায় না, যা প্রকৃতির অপর এক অনবদ্য দিক।
এরূপ মনুসংহিতায় ও বলা হয়েছে–:

"অগ্নৌ দত্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিবৃষ্টেরন্নং ততঃ।।৩/৭৬।।"

আলংকারিক বর্ণনায় প্রকৃতি

'রঘুবংশম্' মহাকাব্যের প্রথম সর্গে দেখা যায় মহাকবি কালিদাস প্রাকৃতিক উপাদানকে আলংকারিক উপমা হিসাবে ব্যবহার করে মহাকাব্যে উল্লিখিত চরিত্র গুলির গুণকীর্তন করেছেন যথা–:

'দিলীপ ইতি রাজেন্দুরিন্দু ক্ষীরনিধাবিব।।১২।।'

পুরাণ প্রসিদ্ধ কাহিনী ক্ষীরসমুদ্র মন্থনকালে ক্ষীরসমুদ্র থেকে যেমন স্নিগ্ধ, শীতল, বিমলতম চন্দ্রের আবির্ভাব হয়েছিল। তদ্ অনুরূপ পবিত্র মনুবংশে পবিত্রতর রাজা দিলীপ জন্মগ্রহণ করেন। এখানে মহারাজ দিলীপকে চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করে 'রাজেন্দু' বলা হয়েছে।
এরকম উপমার প্রয়োগে প্রকৃতির গুণ কীর্তন দেখা যায় কুমারসম্ভবম্ মহাকাব্যেও-:

""ধ্রুবং বপুঃ কাঞ্চন-পদ্ম-নির্মিতং
মৃদু প্রকৃত্যা চ ससারমেব চ।।"১৯।।(পঞ্চম সর্গ)
সর্বাতিরিক্তসারেণ সর্বতেজঃ অভিভাবিনা।
স্থিতঃ সর্বোন্নতেনোর্বীং ক্রান্তা মেরুরিবাত্মনা।। ২৪।।

সুমেরু পর্বত যেমন বিবিধ রত্নের আকর রাজা দিলিপ ও তেমনি যাবতীয় শক্তির আকর। সুমেরু পর্বত স্বর্ণময় হয়ে যেমন সকল দীপ্তিকে পরাজিত করে তেমন, মহারাজ ও ইন্দ্রাদি অষ্টদিকপালের অংশ দ্বারা নির্মিত হওয়ায় স্বকীয় তেজ দ্বারা সকলকে অভিভূত করে।পর্বত সমূহের মধ্যে যেমন সুমেরু পর্বত সর্বাপেক্ষা উন্নত মহারাজ দিলীপ ও শালপ্রাংশু বলে সর্বাপেক্ষা উন্নত। পৃথিবীর মধ্যভাগে অবস্থিত মেরু পর্বতের ন্যায় মহারাজ ও সবকিছুই লোকত্তর। এই বিশাল পৃথিবীকে সুমেরু পর্বত যেমন বেষ্টিত করে আছে, তেমন মহারাজ দিলীপ পৃথিবীর সমস্ত রাজন্যবর্গ অপেক্ষা অধিকতর বলশালী, তেজ, সমুন্নত দেহ, অমিত পরাক্রম দ্বারা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে রক্ষা করে চলেছেন।

ভীমকান্তৈর্নৃপগুণৈঃ স বভূবোপজীবিনাম।
অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ।। ১৬।।

মহাকবি পার্থিব জলের বৃহত্তম প্রধান ধারক সমুদ্রের সাথে মহারাজ দিলীপের চরিত্রের তুলনা করে বলেছেন সমুদ্র যেমন হিংস্র জলজ প্রাণীদের আশ্রয়স্থল হওয়ায় ভয়ংকর আবার বিবিধ রত্নরাজীর আশ্রয়নীয় হওয়ায় যেমন কমনীয়। ঠিক তেমন মহারাজ ও তেজঃপ্রতাপাদি ও দয়া- দক্ষিণ্যাদি উভয় প্রকার গুণান্বিত হওয়ার কারণে প্রজাদের কাছে যেমন ভয়ের কারণ তেমনি আবার প্রজাদের কাছে নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের ও স্থলস্বরূপ।

স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষমেকং স্যন্দনমাস্থিতৌ।
প্রাবৃষ্যেণ্যং পয়োবাহং বিদ্যুদৈরাবতাবিব।। ৩৬।।

বর্ষাকালীন মেঘে আরুঢ় বিদ্যুৎ এবং ঐরাবতের যেরূপ দৃষ্টিনন্দন শোভা প্রকাশ পায়, তদানুরূপ আশ্রমের উদ্দেশ্যে যাত্রার সময় স্নিগ্ধগম্ভীর শব্দকারী রথে আরুঢ় মহারাজ দিলীপ ও মহারানী সুদক্ষিণাও তেমন শোভা পাচ্ছিল।

হিমনির্মুক্তয়োর্যোগে চিত্রাচন্দ্রমসোরিব।। ৪৬।।

চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষ অর্থাৎ পূর্ণিমার রাতে হিমমুক্ত আকাশে চিত্রা নক্ষত্র ও চন্দ্রমার মিলনে যে অপরূপ আলোক দীপ্তিতে সমগ্র আকাশ উদ্ভাসিত হয়। ঠিক তেমন আশ্রমে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রথে উপবেশনরত মহারাজ দিলীপ ও মহারানী সুদক্ষিণার অপরুপ সৌন্দর্য সমগ্র প্রজাকূলকে মোহিত করেছিল।
এইরকম প্রাকৃতিক উপাদানের বর্ণনার মধ্যে দিয়ে চরিত্রের বর্ণনা আমরা'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকেও দেখি যেমন–

"সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতী।।১৮।।" (প্রথম অঙ্ক)।
"বিধেঃ সায়ন্তনস্যান্তে স দদর্শ তপোনিধিম্।
অন্বাসিতমরুন্ধত্যা স্বাহয়েব হবির্ভুজম্।। ৫৬।।"

ক্রান্তদর্শী, সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তম, তেজশালী, দেবগনের মধ্যে প্রথম অগ্নি। সেই অগ্নিতে আহুতি প্রদানকালে উচ্চারিত শব্দ 'স্বাহা' অর্থাৎ অগ্নিপত্নীর সাথে অগ্নি যেমন শোভিত হয়, ঠিক তেমন সন্ধ্যাকালীন জপ্, হোমাদি অনুষ্ঠানের পর

ত্রিকালদর্শী, সর্বজ্ঞ, তেজস্বী ঋষি বশিষ্ঠ প্রতিব্রতা পত্নী অরুন্ধতীর সাথে উপবিষ্ট হয়ে সেইরূপ শোভাধারণ করেছিলেন। এরূপ শোভামান গুরু, ও গুরু পত্নীকে সস্ত্রীক দিলীপ দর্শন করে ধন্য হয়েছিলেন।

"ললাটোদয়মাভুগ্নং পল্লবস্নিগ্ধপাটলা।
বিভ্রতী শবেতরোমাঙ্কং সন্ধ্যেব শাশিনং নবম্।। ৫৩।।"

মহাকবি আশ্রম ধেনু নন্দিনীর বর্ণনা দিতে গিয়ে পরিবেশের এক অপরূপ চিত্রময়ী বর্ণনার উপস্থাপন করেছেন। গোধূলির অবসানে সন্ধ্যার সমাগত সময়ে আকাশলোক অস্তগামী সূর্যের শেষ আভায় যে অরুণবর্ণান্বিত হয় এবং তারই মাঝে ইষৎ বক্র চন্দ্রের আগমন যে রূপ শোভাবর্ধন করে ।ঠিক তেমন নন্দিনীর গাত্রবর্ণ ছিল নবকিশালয়ের ন্যায় তাম্রাভ, সন্ধ্যাকালে আকাশে নবোদিত চন্দ্রকলা যেমন শোভা পায় সেইরূপ পল্লবের ন্যায় ঈষৎ রক্তিম নন্দীর এর প্রশস্ত ললাটেও শোভা পাচ্ছিল ইষৎ বক্র শুভ্র রোমরাজি।

নিষ্কর্ষ

পরিশেষে বলা যায়, প্রকৃতি আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত । মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির এক নিবিড় ও মধুর সম্পর্ক। প্রকৃতি ছাড়া যেমন জীবন কল্পনা করা যায় না তেমনি প্রকৃতি ছাড়া সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। বলা হয়, সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম মহাকবি কালিদাস প্রকৃতির কবি।তিনি অন্তরের সমস্ত বাতায়ন উন্মুক্ত করে প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ করেছেন, দুচোখ ভরে প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করেছেন তারই প্রতিফলন ঘটেছে তার রঘুবংশম্ মহাকাব্যের প্রথম সর্গে। যেমন–: মহারাজ দিলিপের সৃষ্টির প্রধান উপাদান রূপে পঞ্চমহাভূতের (ক্ষিতি, অপ, তেজ মরুৎ, ব্যোম) বর্ণনা, যা জগৎ জীবন সৃষ্টির মূল কারণ। বিভিন্ন চরিত্রের বর্ণনা করতে গিয়ে প্রাকৃতিক উপাদানের মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন তিনি আলোচ্য মহাকাব্যের সর্বত্র। রাজ দম্পতির অনপত্যতা নিবন্ধনের আশায় ঋষি বশিষ্ঠের আশ্রমে যাওয়ার সময় পথের চারিপাশের গ্রাম্য পরিবেশের সৌন্দর্যকে বর্ণিত করেছেন, যা আলোচ্য সর্গের মূল উপজীব্য (বশিষ্ঠাশ্রমাভিগমন)। এছাড়াও মহাকবি যেমন শান্ত, স্নিগ্ধ, নির্মল আশ্রম পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন তেমনি, অপরদিকে তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের অন্যতম একটি তত্ত্ব বৃষ্টিচক্রের পদ্ধতির বর্ণিত করেছেন মহারাজ দিলীপের করপদ্ধতির প্রসঙ্গে।

মহাকবি রঘুবংশম্ মহাকাব্যের প্রথম সর্গে প্রকৃতির সাথে মানুষের যে অন্তরঙ্গ নিরবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক ফুটিয়ে তুলেছেন তার লেখনী দ্বারা তা অনবদ্য। শুধুমাত্র রঘুবংশম্ ই নয় মহাকবি ঋতুসংহারম্'- কাব্যে ভারতবর্ষের ছয় ঋতুর বর্ণনা দিয়েছেন অতি সুন্দরভাবে। মেঘদূত গীতিকাব্যে যক্ষের অচেতন মেঘকে দৌতকর্মে নিযুক্ত করায় নয়, নদীর বর্ণনা, উজ্জয়িনী নগরীর বর্ণনা, নায়িকার রূপ বর্ণনায় সর্বত্রই মহাকবির প্রকৃতি প্রেমের পরিচয় মেলে। এছাড়া কুমারসম্ভবম্ মহাকাব্যে হিমালয়ের মনোরম পরিবেশের বর্ণনায় প্রকৃতির নানা রূপভেদ কবির অন্তর্জগতে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে তারই প্রকাশ ঘটে তার লেখনীর মধ্য দিয়ে। এছাড়া মহাকবির অন্যান্য নাটক, মহাকাব্যে প্রকৃতি সচেতনতার পরিচয় মিলে যার দৃষ্টান্ত অন্যত্র বিরল।

বর্তমানেও প্রকৃতির সাথে আমাদের এক আত্মিক যোগসূত্র রয়েছে যার ইঙ্গিত রয়েছে রঘুবংশম মহাকাব্যে।এই মহাকাব্যে মহাকবি আমাদের পরিবেশ সংরক্ষণের ও ইঙ্গিত দিয়েছেন।প্রকৃতিকে রক্ষা করতে পারলে তবেই পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে।

তবে এখানেই শেষ নয়, এর ব্যাপ্তি বিশাল। সুতরাং কাজটি করার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় প্রকৃতির ভূমিকা যে কতখানি তা আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি।

তথ্যসূত্র

1. ড.অনীশ চট্টোপাধ্যায়, (সম্পা) , (জানুয়ারি-২০২০), পরিবেশ, টি. ডি. পাবলিকেশন,
2. কোলকাতা-৭০০০১৪, পৃষ্টা নং-৪৪। (১)
3. অধ্যাপক তারকনাথ অধিকারী, অধ্যাপক সমীর কুমার মন্ডল, (সম্পা), (সেপ্টেম্বর-২০২২), বৈদিক সংকলন (তৃতীয় খণ্ড), সংস্কৃত বুক ডিপো, কোলকাতা- ৭০০০০৯, শ্লোক-৩.৩, পৃষ্টা-৬৫৩। (২)
4. প্রফেসার বিদ্যুৎ বরণ ঘোষ (সম্পা), (২০২২), সংস্কৃত রচনায় প্রতিফলিত পরিবেশ সচেতনতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কোলকাতা- ৭০০০০৬, শ্লোক- ঋ. ৪/৫৭/৩, বিষ্ণুপুরাণ-২/৬/২৩, মহা.অনু. ১০৭/৫২, পৃষ্টা-১৫, ৭৯, ৭৩। (৩, ৪, ৫)
5. অধ্যাপক উদয় বন্দোপাধ্যায়, (সম্পা), (আগস্ট ২০০৮), সাহিত্য দর্পণ (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ), সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা-৭০০০০৬ , পৃষ্ঠা ১৬৮। (৬)
6. ড: সত্য নারায়ণ চক্রবর্তী, (সম্পা), (২০০৮), অভিজ্ঞান - শকুন্তলম্, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা-৭০০০০৬ , শ্লোক - ১/১, ১/১৪, ৪/৮, ২/৬, ৪/৯, ১/১৮ পৃষ্ঠা - ২১, ৪৯, ২৬৯, ১৩৬, ২৭১, ৬১।(৮, ১১, ১৩, ১৫, ১৭, ১৯)
7. স্বামী ভাবঘনানন্দ, (সম্পা), (অক্টোবর ২০২২), সাংখ্যকারিকা, উদ্বোধন কর্যালয়,
8. কোলকাতা -৭০০০০৩, শ্লোক-৩, পৃষ্ঠা -৪। (৯)
9. শ্রী অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, (সম্পা), (২০০৯), কুমারসম্ভবম্ (পঞ্চম: সর্গ :), সন্দেশ, কোলকাতা-৭০০০০৬, শ্লোক- ৫/১৩, ৫/১৫, ৫/১৪, ৫/১৯, পৃষ্ঠা-২৯, ৩১, ৩০, ৩৭।(১২, ১৪, ১৬, ১৮)
10. ড: সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, (সম্পা), (২০২১), মেঘদূত ও সৌদামনী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কোলকাতা-৭০০০০৬, শ্লোক-২৩, পৃষ্ঠা-১৫৫।(১০)
11. ড: দেব কুমার দাস, (সম্পা), (১৪১৬), রঘুবংশম্ (প্রথম: সর্গ:), সন্দেশ, কোলকাতা-৭০০০০৬, শ্লোক২৯, ৩৮, ৪৩, ৪২, ৩৯, ৪১, ৪০, ৩৭, ৪৯, ৫৩, ৫০, ৫২, ৫১, ১৮, ৬২, ১২, ১৪, ১৬, ৭৬, ৪৬, ৫৬, ৮৩, পৃষ্ঠা-৬৯, ৭৮, ৮৪, ৮৩, ৮০, ৮২, ৮১, ৭৭, ৯০, ৯৪, ৯১, ৯৩, ৯২, ৫৫, ১০৪, ৪৯, ৫০, ৫২, ৭৬, ৮৭, ৯৭, ১২৬।

গ্রন্থপঞ্জি

1. দাস, দে. (১৪১৬). রঘুবংশম্(প্রথম: সর্গ:). (তৃতীয় প্রকাশ). কোলকাতা: শ্রীবলরাম প্রকাশনী.
2. ঘোষ , বি. (২০২২). সংস্কৃত- রচনায় প্রতিফলিত পরিবেশ-সচেতনতা. (তৃতীয় সংস্করণ). কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার.
3. চক্রবর্তী, স. (২০০৮). অভিজ্ঞান -শকুন্তলম্. কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার.
4. চক্রবর্তী, স. (২০১৩). মেঘদুত সৌদামনী. কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার.

5. গোপ, যু. (২০১৭). সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস. কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো.
6. বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয়. (২০০৮). সাহিত্যদর্পণ: (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ).কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো.
7. বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক. (১৪১৮) কুমারসম্ভবম্. (পঞ্চম:সর্গ :) .কলকাতা: সদেশ.
8. ভাবঘানন্দ, স্বা. (২০২০). সাংখ্যকারিকা. কোলকাতা:উদ্বোধন কার্যালয়.
9. অধিকারী, তা. মণ্ডল, স. কু. (২০২২). বৈদিক সংকলন(তৃতীয় খণ্ড). কোলকাতা:সংস্কৃত বুক ডিপো.